কলকাতা উচ্চ আদালত
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

উপস্থিতঃ-- মাননীয় বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত

২০১৭ সালের সি. আর. আর. নং-১৫৮০

বিষয় বস্তু

হরিকিশান শ
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী ওম প্রকাশ দুবে , আইনজিবি
		শ্রী শৈলেশ কে. আর. গুপ্ত আইনজিবি,
		শ্রী সম্রাট শীল আইনজিবি,
		শ্রী বিজয় সান্যাল আইনজিবি.
ও. পি. নং ২ থেকে ৭-এর জন্য	:	শ্রী মিলন মুখার্জি আইনজিবি,
		শ্রী বিশ্বজিৎ মান্না আইনজিবি
রাজ্যের জন্য	:	শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি, পি.পি.,
		শ্রী অভ্র মুখার্জি, আইনজিবি,
		শ্রী দীপঙ্কর মাহতা আইনজিবি

যুক্তি শোনা হয়েছে : ২৯.০৩.২০২৩, ০৫.০৪.২০২৩, ১৯.০৪.২০২৩, ২০.০৪.২০২৩, ২১.০৪.২০২৩, ২৫.০৪.২০২৩, ২৬.০৪.২০২৩, ১১.০৫.২০২৩

বিচার : ২৪.১১.২০২৩

<u>বিচারপতি, শুভেন্দু সামন্ত-</u>

এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৯৭ এবং ৪০১ এর অধীনে একটি আবেদন যা ২০১৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৪ নম্বর আদালত কর্তৃক জিআর নং ১৯৮ (২০০৮) সম্পর্কিত আইপিসির নাইহাটি জিআরপিএস মামলা নং ২৪/২০০৮ তারিখ ২৩.১২.২০০৮ ৩০২/২০১/৩৪ ধারা অধীনে সম্পর্কিত একটি আদেশের বিরুদ্ধে পাস করা হয়েছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত সত্যটি হ'ল নৈহাটি জিআরপিএস মামলা নং ২৪/২০০৮ ২৩ শে ডিসেম্বর ২০০৮ এ রাজেন্দ্র প্রসাদ সাউ নামে একজন ব্যক্তির দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছিল, যা বর্তমান আবেদনকারীর ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত। তদন্ত শেষে তদন্তকারী সংস্থা ২১/২০১০ তারিখের ১৮.০৭.২০১০ তারিখে বর্তমান ২১/২০১/৩৪ ধারায় বর্তমান ২-৭ নং বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।

পরবর্তীতে নতুন প্রমাণ সামনে আসার পর তদন্তকারী কর্মকর্তারা শিয়ালদহ জিআরপি-র কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেন। এরপর, শিয়ালদহ জিআরপি-র ৮ই অক্টোবর ২০১০ তারিখের আদেশে, তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সাক্ষীদের পরীক্ষা করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী, তদন্তকারী কর্মকর্তা জবানবন্দি রেকর্ড করার পর শিয়ালদহ জিআরপি-র কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেন। এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে, শিয়ালদহের এসআরপি তদন্ত কর্মকর্তাকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেন

আরও তদন্তের জন্য প্রার্থনা সহ। ২১শে অক্টোবর ২০১০ তারিখে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৪র্থ কোর্ট-কাম রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ তদন্তকারী অফিসারের কাছ থেকে উক্ত প্রার্থনা প্রাপ্তির পর নৈহাটি জিআরপির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টরকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩(৮) ধারার বিধান অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে অধিকতর তদন্ত করার অনুমতি দেন। তারপরে ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের জবানবন্দি ও ফরেনসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করে ১৪.০২.২০১১ তারিখের এফআরএমএফ নং ৩ হিসেবে চূড়ান্ত আকারে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেন। তারপরে ২৫.০৫.২০১১ ইং তারিখে ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১৪.০২.২০১১ ইং তারিখের রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করে একটি প্রতিবাদ পিটিশন/নারাজী পিটিশন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং দায়রা আদালতে মামলা করার জন্য প্রার্থনা করেন।

তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণ এবং ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারীর দাখিল করা প্রতিবাদ আবেদন পর্যালোচনা করার পর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্টির সাথে এসআরপি সেলাদাহ এবং নৈহাটি জিআরপিএস-এর ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শককে ১৬.০২.২০১২ সালের মধ্যে পুনঃতদন্ত পরিচালনা করে তা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর পুনঃতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর নৈহাটি জিআরপিএস-এর ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক ব্যক্তিগতভাবে চূড়ান্ত আকারে একটি প্রতিবেদন জমা দেন যা ২০১২ সালের ১০.০২.২০১২ তারিখে FRMF নং ৪ এবং

২০১২ সালের এফআরএমএফ নং ৪, তারিখ ১০.০২.২০১২ তারিখে চূড়ান্ত আকারে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং ২-৭ নং বিবাদী পক্ষকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রার্থনা করেন। বর্তমান আবেদনকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের উক্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আরেকটি নারাজি পিটিশন/প্রতিবাদ পিটিশন দাখিল করেন। প্রতিবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং দায়রা আদালতে মামলাটি করার জন্য প্রার্থনা করছি। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিজ্ঞ এপিপির শুনানি করিয়াছেন এবং ২০.০২.২০১৭ তারিখে আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করিয়া ১০.০২.২০১২ তারিখের এফআরএমএফ নং ৪-এ গ্রহণ করিয়া ২-৭ নং বিবাদী পক্ষকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

২০ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখের উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারী তাৎক্ষণিক সংশোধনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজিবি নিবেদন করেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় ২০১০ সালের ২১ নং চার্জশিট নং চার্জশিটের মাধ্যমে অপরাধটি আমলে নিয়েছেন। অপরাধগুলি একচেটিয়াভাবে দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য। পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নিয়ে মামলাটি বিচারের জন্য দায়রা আদালতে প্রেরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এই বিশেষ মামলায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী সংস্থাকে অধিকতর তদন্তের অনুমতি দিয়ে গুরুতর ভুল করেছেন

তিনি বলেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট একবার আমলে নিলে অধিকতর তদন্তের আদেশ দেওয়া আইনত খারাপ। তিনি যুক্তি দেন যে, একবার বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আমলে নেওয়ার পর, আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া আইনত খারাপ। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, ২০১০ সালের জুলাই মাসে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল; দীর্ঘ তিন মাস পর তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করেই বহিরাগত কিছু জড়িত থাকার কারণে চুপ করে থেকে মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তার নির্দেশে একই মামলা পুনরায় তদন্তের জন্য পুনরায় চালু করে। চার্জশিট দাখিল হওয়ার পরও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের তাকে মামলাটি আরও তদন্ত করার অনুমতি দেওয়ার আবেদন বিবেচনা করা উচিত ছিল না। তিনি যুক্তি দেন যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ভুল করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি বাদ দিয়েছেন এবং বর্তমান বিপরীত পক্ষগুলিকে জঘন্য অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন - যা ৩০২ আইপিসি ধারায় শাস্তিযোগ্য। তদন্তকারী সংস্থার আচরণ সন্দেহাতীত নয়; এই মুহূর্তে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত অপ্রয়োজনীয় আদেশ বাতিল করা হবে এবং মামলাটি বিচারের জন্য দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে।

তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি **চন্দ্রবাবু ওরফে মোজেস বনাম রাজ্য (২০১৫) ৮ এসসিসি ৭৭৪** মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উদ্ধৃতি দেন। উক্ত রায়ের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হলো :

১৫. ধরম পাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চ কিশুন সিং বনাম বিহার রাজ্য মামলায় এই মতামত গ্রহণ করে বলেছে:

"৩৫. আমাদের মতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩(২) ধারায় দাখিলকৃত পুলিশ রিপোর্ট আমলে নিয়ে দায়রা আদালতে মামলাটি করার সময় ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা রয়েছে। যদি ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্টের সাথে একমত না হন, তবে তার কাছে দুটি বিকল্প রয়েছে। তিনি দায়ের করা প্রতিবাদ পিটিশনের ভিত্তিতে কাজ করতে পারেন, অথবা তিনি পুলিশ রিপোর্টের সাথে একমত না হয়ে প্রক্রিয়া জারি করতে পারেন এবং অভিযুক্তকে সমন পাঠাতে পারেন। তারপরে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রতিবেদনের ২নং কলামে উল্লিখিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হইবেন অথবা যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য কোন মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি মামলাটি দায়রা আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

৩৬. ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা সত্ত্বেও বিচারের জন্য একটি প্রাথমিক মামলা দাখিল করা হইয়াছে, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট কি পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৃতীয় প্রশ্নে আনা হইবে। এই জাতীয় ঘটনায়, যদি ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাকে পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং হয় বিষয়টি তদন্ত করতে হবে বা দায়রা আদালতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে হবে যদি দায়রা আদালত দ্বারা এটি বিচারযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় "

এক্ষেত্রে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আলোচনা করেছেন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা যখন তিনি দ্বিমত পোষণ করেন আইও'র চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজিবিও একটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন মতিলাল সোঙ্গারা বনাম প্রেমে প্রকাশ ওরফে পাপ্পু এবং আরেকজন (২০১৩) ৯ এসসিসি ১৯৯, রিপোর্ট করা হয়েছে। মতিলাল সোঙ্গারা (উপরে) মামলায়

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে পুলিশ রিপোর্ট পাওয়ার পর.....

১৭৩(২) ধারার অধীন পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর একজন ম্যাজিস্ট্রেট ১৯০(১)(খ) ধারার অধীন কোন অপরাধ আমলে নিতে পারেন, এমনকি যদি পুলিশ রিপোর্টে এই মর্মে প্রদত্ত হয় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। ইন্ডিয়া ক্যারেট (প্রাঃ) লিঃ, (১৯৮৯) ২ এসসিসি ১৩২ মামলায় তিন বিচারপতির বেঞ্চের আইনের এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, এই ক্ষেত্রে আমলে নেওয়ার আদেশের ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। ম্যাজিস্ট্রেট তথ্যদাতার দ্বারা তাঁর নজরে আনা তথ্যের ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়েছেন এবং তাই তিনি কার্যত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ (১) (খ) ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।

তিনি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন **নাহার সিং বনাম ইউপি রাজ্য (২০২২) 5 এসসিসি** যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা আলোচনা করা হয়েছিল, বিশেষত যখন ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্টের সাথে একমত নন। **ধর্মপাল বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১৪) ৩ এসসিসি ৩০৬** মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বিশেষভাবে এই আইনটি নির্ধারণ করেছে।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজিবি এআইআর (১৯৭৮) সুপ্রিম কোর্টের ৫১৪ এ রিপোর্ট করা **সঞ্জয় গান্ধী বনাম ভারত সরকার** মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তও উদ্ধৃত করেছেন যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে:

২৪. উপরোক্ত ধারার সরল পাঠ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত সমাপ্তির পর উপ-ধারা (২) এর অধীন পুলিশ প্রতিবেদন দাখিলের পরও উপ-ধারা (৮) এর অধীন "অধিকতর" তদন্ত করিবার অধিকার পুলিশের রহিয়াছে, কিন্তু "নূতন তদন্ত" বা "পুনঃতদন্ত" নাই।

কেরালা সরকারও যে এই অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিল তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে যদিও প্রাথমিকভাবে তারা তাদের ২৭.৬.১৯৯৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যামূলক নোটে (পূর্বে উদ্ধৃত) জানিয়েছিল যে রাজ্য পুলিশ অফিসারদের একটি বিশেষ দল দ্বারা মামলার "পুনঃতদন্ত" করার আদেশ দেওয়ার জন্য জনস্বার্থে সম্মতি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিতে (পূর্বে উদ্ধৃত) এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে তারা "মামলার পুনঃতদন্তের" পরিবর্তে "মামলার আরও তদন্ত" চায়। "আরও (যখন বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়) এর আভিধানিক অর্থ হ'ল "অতিরিক্ত আরও পরিপূরক"। সুতরাং "অধিকন্তু" তদন্ত হচ্ছে পূর্ববর্তী তদন্তের ধারাবাহিকতা এবং পূর্ববর্তী তদন্তকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নতুন করে তদন্ত বা পুনঃতদন্ত শুরু করা নয়। এই উপসংহার টানতে গিয়ে আমরা এই ঘটনা থেকেও অনুপ্রেরণা পেয়েছি যে, উপ-ধারা (৮) এ স্পষ্টভাবে কল্পনা করা হয়েছে যে, অধিকতর তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী সংস্থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি "অধিক" প্রতিবেদন বা প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে- এবং নতুন প্রতিবেদন বা প্রতিবেদন নয়- এই ধরনের তদন্তকালে প্রাপ্ত "অধিক" প্রমাণ সম্পর্কে। একবার এটি গৃহীত হয়ে গেলে এবং কাজী লেন্দুপ দর্জির রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি গ্রহণ করতে হবে - সম্মতি প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও আইনের ধারা ৬ এর অধীনে প্রদত্ত সম্মতি অনুসারে সিবিআই দ্বারা গৃহীত তদন্ত শেষ করতে হবে এবং "অধিকতর তদন্ত" এই জাতীয় তদন্তের ধারাবাহিকতা যা ধারা ১৭৩ এর উপধারা (৮) এর অধীনে আরও পুলিশ প্রতিবেদনের মাধ্যমে শেষ হয়, এর অর্থ হল তাত্ক্ষণিক মামলায় সম্মতি প্রত্যাহার রাজ্য পুলিশকে মামলার আরও তদন্তের অধিকার দেবে না।

অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি আরও কোনও তদন্ত করতে হয় তবে এটি একমাত্র সিবিআই করতে পারে, কারণ রাজ্য সরকার এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিল। ফলস্বরূপ, রাজ্য পুলিশকে এই মামলার আরও তদন্ত করতে সক্ষম করার জন্য সম্মতি প্রত্যাহার করে জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি স্পষ্টতই অবৈধ এবং আইনত অস্থিতিশীল। আমাদের এই অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রশ্নে যাওয়ার দরকার নেই যে, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্টের ২১ ধারা আইনের ৬ ধারার অধীনে প্রদত্ত সম্মতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা এবং ১৯৯৪ সালের ২৪৬ নং অপরাধের তদন্তের জন্য প্রদত্ত সম্মতি কেরালা রাজ্য কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত সাধারণ সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় ছিল কিনা।

এই মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট "অধিকতর তদন্তে" তদন্তকারী সংস্থার ক্ষমতা স্পষ্ট করেছে।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে, 'বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কোনও ভুল করেননি। তাৎক্ষণিক মামলার নতুন প্রমাণ প্রকাশের পর তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে আরও তদন্তের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। এই ধরনের আরও তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর তদন্তকারী সংস্থা বিশেষজ্ঞ মতামত, এফএসএল রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে তথ্যের ভুলের উপর তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। তদুপরি, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিল করা চার্জশিটে প্রাথমিক পর্যায়ে ময়নাতদন্ত সার্জনের রিপোর্ট দেখানো হয়েছিল যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে "ট্রেন চালানোর ফলে ওই ব্যক্তি ধাক্কা দিলে পিএম রিপোর্টে আঘাত লাগতে পারে" । শুরু থেকেই এটি প্রকাশ পায় যে এটি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ঘটনা।

ওপির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেন যে তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক প্রথম এফআরএমএফ দাখিল করার পর, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট নারাজি আবেদনকারী ডি-ফ্যাক্টো অভিযোগকারীর উপর নোটিশ জারি করেন।

এই ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আবার তদন্তকারী সংস্থাকে বিশেষ করে আইও-এর উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ নৈহাটি জিআরপিএস-এর দায়িত্বে থাকা পরিদর্শককে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। তৃতীয় তদন্ত শেষ হওয়ার পর উক্ত মনোনীত আধিকারিকরা ২০১২ সালের ৪ নম্বর এফআরএমএফ জমা দেন। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বর্তমান আবেদনকারী আবার একটি নারাজি পিটিশন দায়ের করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী/ওপি জমা দিয়েছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট বিতর্কিত আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেননি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পুরো কেস ডায়েরির পাশাপাশি তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণগুলি খতিয়ে দেখেছেন এবং ২ থেকে ৭ নম্বর বিরোধী পক্ষকে অব্যাহতি দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি গ্রহণ করেছেন।

তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি **কে. চন্দ্রশেখর বনাম কেরালা রাজ্য ও অন্যান্যদের (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ২২৩** মামলায় গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন।

মনু শর্মা বনাম রাজ্য (দেথি-র এনসিটি) মামলায় (এসসিসি পৃষ্ঠা ৮০, অনুচ্ছেদ ১৯৯) আদালত বলেছে যে, তদন্ত যে নিরপেক্ষ এবং আইন অনুযায়ী ব্যতীত কোনওভাবেই কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে না তা নিশ্চিত করা কেবল তদন্তকারী সংস্থার দায়িত্ব নয়, আদালতেরও দায়িত্ব। ফৌজদারি আইনের একটি সমান প্রয়োগযোগ্য অনুশাসন হল যে তদন্তকারী সংস্থার উপর একটি উচ্চ দায়িত্ব রয়েছে যে কোনও মামলায় কলঙ্কিত বা অন্যায্য পদ্ধতি তদন্ত পরিচালনা না করা। তদন্তটি প্রাথমিকভাবে এর ইঙ্গিত হওয়া উচিত নয়

পক্ষপাতদুষ্ট মন এবং আইনের কাছে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ আইনের ঊর্ধ্বে কেউ সমাজে তার অবস্থান এবং প্রভাবকে অসম্মান করে না। অনুমোদন দেওয়ার সময় বা প্রতিবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করার সময় আদালত কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি প্রযোজ্য।

ওপির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজিবি হাসান ভাই ভালি ভাই কুরেশি বনাম গুজরাট এআইআর রাজ্য (২০০৪) সুপ্রিম কোর্ট ২০৭৮ এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে সিআরপিসির ধারা ১৭৩(৮) এর অধীনে আরও তদন্তের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা কেবল এই কারণে বাতিল করা যায় না যে এটি বিচারকে বিলম্বিত করতে পারে, তাই আদালত পুলিশের দাখিল করা পুলিশের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নেওয়ার পরও মামলা করেন। নতুন ঘটনা প্রকাশ্যে আসার বিষয়ে পুলিশকে যথাযথ পদ্ধতিতে অধিকতর তদন্ত করতে হবে, পুলিশকে আরও তদন্তের জন্য আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

তিনি **বিনয় ত্যাগী বনাম ইরশাদ আলী (২০১৩) ৫ এস. সি. সি ৭৬২** মামলায় গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেন।

২৭. এখানে, কোডের পরিকল্পনার অধীনে কোনও তদন্তকারী সংস্থা কী ধরনের প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে তাও আমাদের পরীক্ষা করতে হবে।

২৭.১ প্রথমত, তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফআইআর দায়ের করতে হবে।

২৭.২ দ্বিতীয়ত, এটি একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে জারি করা একটি নির্দেশের অগ্রগতি।

২৭.৩ তৃতীয়ত, এটি ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে বিবেচিত একটি "আরও প্রতিবেদন" দাখিল করতে পারে।

২৭. ৪ পরিশেষে, তদন্তকারী সংস্থাকে একটি "চূড়ান্ত প্রতিবেদন" দাখিল করতে হবে যার ভিত্তিতে আদালত অভিযোগ গঠনের জন্য আরও এগিয়ে যাবে এবং কোডের ধারা ২২৭ দ্বারা পরিকল্পিত অভিযুক্তকে বিচার বা অব্যাহতি দেবে।

২৮. পরবর্তী যে প্রশ্নটি এই আদালতের বিবেচনার জন্য আসে তা হল ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের "আরও তদন্ত" বা "নতুন তদন্ত" পরিচালনা করার এখতিয়ার আছে কিনা। যতদূর পর্যন্ত পরেরটির কথা বলা যায়, এই আদালত দ্বারা ঘোষিত আইনটি ধারাবাহিকভাবে বলে যে পণ্ডিত ম্যাজিস্ট্রেটের "নতুন" বা "নতুন" তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার কোনও এখতিয়ার নেই। তবে, একবার প্রতিবেদন দাখিল করা হলে, ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদনটি গ্রহণ করার বা দ্বারপ্রান্তে একই অধিকার প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার রয়েছে। প্রতিবেদনটি গ্রহণ করার পরেও, অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেওয়ার বা অভিযোগ গঠন করার এবং তাকে বিচারের আওতায় আনার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু কোডে এমন কোনও বিধান নেই যা ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্ত মুলতুবি থাকা বা প্রতিবেদনটি মুছে ফেলার জন্য প্রতিবেদন দাখিল করার সময় অভিযুক্তের অবস্থা বিঘ্নিত করার ক্ষমতা দেয় এবং এর প্রভাবগুলি আইনে রয়েছে। এই বিষয়ে কে. চন্দ্রশেখর বনাম কেরালা রাজ্য, রামচন্দ্রন বনাম আর. উদয়কুমার, নির্মল সিং কাহলন বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, মিঠভাই পাশাভাই প্যাটেল বনাম গুজরাট রাজ্য এবং বাবুভাই বনাম গুজরাট রাজ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন।

রেকর্ডের উপকরণগুলি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত আদেশটিও পর্যালোচিত করে দেখে মনে হয় যেতথ্যের ভুলের জন্য পুলিশ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি লার্নড ম্যাজিস্ট্রেট এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি গ্রহণ করেছেন।

রাষ্ট্রের বিদ্বান উকিল বলেন যে তদন্তটি যথাযথ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল এবং তদন্তকারী সংস্থা আরও প্রমাণ সংগ্রহের পরে যথাযথ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা প্রয়োজন বলে মনে করে। রাষ্ট্রের অভিমত যে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশটি অনুপযুক্ত নয়।

আমার কাছে আরও প্রতীয়মান হয় যখন তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা ২০১১ সালের এফ. আর. এম. এফ ৩ তারিখের প্রথম চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়, আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী হয়ে একটি প্রতিবাদ/নারাজি পিটিশন দায়ের করেন। উক্ত পিটিশনে প্রকৃত অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আই. ও-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য অনুরোধ করেন এবং মামলাটি লার্নড কোর্ট অফ সেশনস-এ করার জন্য অনুরোধ করেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে নৈহাটি জিআরপিএস-এর দায়িত্বে থাকা পরিদর্শককে পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত আদেশটি কোনও ফোরামের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। এরপরে তদন্তকারী সংস্থা আবার ২০১৪ সালের এফ. আর. এম. এফ ৪ তারিখের মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে।

এখানে আবেদনকারী একই প্রার্থনার ভিত্তিতে ২৪.০৪.২০১২-এ আরেকটি নারাজি পিটিশন / প্রতিবাদ আবেদন দায়ের করেছেন যা আসলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারী ম্যাজিস্ট্রেট এর আগে তার একই আবেদন পুনর্নবীকরণ করেছেন বারবার।

আমি সিডির সাথে সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করেছি। আমি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশটিও পর্যালোচনা করেছি। ধারা ১৭৩ (৮) ম্যাজিস্ট্রেটকে আরও তদন্ত পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়। হানশভাই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ভালিভাই কুরেশি (উপরে) বিশেষভাবে বলেছেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের ক্ষমতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট যদি অপরাধটি আমলে নেন।

মূলত ফৌজদারি মামলা এবং ফৌজদারি বিচার সাধারণত পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় যা প্রমাণ সংগ্রহ করে। ম্যাজিস্ট্রেটকে ১৯০ (খ) সিআর.পি.সি. ধারার অধীনে পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যদি পুলিশ রিপোর্টে এমন কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করা হয় যা কেবলমাত্র দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি আদালতে প্রেরণ করার ক্ষমতা রাখেন। একই সাথে মামলা দায়েরের আগে যদি পুলিশ কর্তৃপক্ষ আরও কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করতে চায় - যা আসলে চার্জশিটের বিপরীত, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটের নতুন উপকরণগুলি খতিয়ে দেখার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। এটা সত্য যে - ম্যাজিস্ট্রেটের কেবল দায়রা আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলার প্রমাণ মূল্যায়ন করার ক্ষমতা নেই তবে একই সাথে - ম্যাজিস্ট্রেটই একমাত্র কর্তৃপক্ষ যিনি নির্ধারণ করতে পারেন যে - এই অপরাধটি আসলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য কিনা। সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষমতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং ফৌজদারি কার্যবিধির কোনও বিধান দ্বারা এটিকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে চার্জশিটটি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে যা তিনি আমলে নিয়েছেন; কিছু সময়ের পরে তদন্তকারী সংস্থার কাছে আরও কিছু প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে যারা আরও তদন্তের জন্য অনুরোধ করেছিল। তদন্তকারী সংস্থার আরও তদন্তের ক্ষমতা কোনও ফৌজদারি মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। সুতরাং আমি তদন্তকারী সংস্থাকে আরও তদন্ত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য লার্নড ম্যাজিস্ট্রেটের কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না। উপরন্তু, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট যে উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তাতে তাঁর পর্যবেক্ষণগুলি আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। দুটি চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিতর্কিত আদেশটি মোটেও অবৈধ বা অনুপযুক্ত নয়।

সমগ্র দিকটি বিবেচনা করে আমি লার্নড ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত আদেশে কোনও অবৈধতা খুঁজে পাই না। তদনুসারে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার কোনও যোগ্যতা নেই এবং এটি এতদ্বারা খারিজ করা হয়।

সিআরআর বাতিল করা হয়েছে।

সংযুক্ত সিআরএএন আবেদনগুলি যদি মুলতুবি থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনের বিচারাধীন থাকাকালীন এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো স্থগিতাদেশের আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

সিডি ফেরত দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে স্বাভাবিক শর্তাবলীতে রায়ের সার্ভার কপি এবং জরুরি প্রত্যয়িত কপি গ্রহণ করতে হবে।

(বিচারপতি , শুভেন্দু সামন্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal